দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JAN 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষাঙ্গন ঠিক না হইলে দেশ ঠিক হইবে বলিয়া আশা করা যায় না

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পর শিক্ষাঙ্গনে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করিয়া নানা সহিংসতা ও সংঘর্ষের ঘটনা এখনও অব্যাহত আছে। পক্ষ-প্রতিপক্ষের একে অন্যের উপর নৃশংস হামলায় যেমন নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছে, তেমনি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দলও মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যে ছাত্রলীগের কোন্দলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অশান্ত হইয়া উঠায় একজন প্রভোস্ট পদত্যাগ করিয়াছেন। দুঃখজনক হইলেও সত্যি, সকলের আশা-প্রত্যাশার বিপরীতে দেশের কোথাও কোথাও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগের ন্যায় ছাত্র রাজনীতির ভয়াল রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্যাম্পাসে হানাহানি বন্ধ ও সহাবস্থানের নির্দেশ দিলেও তাহা কার্যত অনেকেই মানিতেছে না। কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সর্বোচ্চ সহাবস্থান বজায় রাখার অঙ্গীকার করে, ছাত্রলীগের এই বক্তব্যটি সর্বমহলে প্রশংসা অর্জন করে। তবে বাস্তবে দেখা যায়, যথাযথ উদ্যোগের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র সংগঠনের নিজেদের মধ্যেই সহাবস্থান তৈরি হইতেছে না। এ ব্যাপারে এখনই সব ছাত্র সংগঠন হইতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

সন্ত্রাসী যেই হউক তাহাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠন হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। এ ব্যাপারে বিরোধী সংগঠনেরও দায়-দায়িত্ব কম নয়। বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসা নেতিবাচক ছাত্র-রাজনীতির ধারা হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য সকলকে অবশ্যই আন্তরিক হইতে হইবে। এক দলে শুদ্ধি অভিযান চলিবে, অন্য দলে সশস্ত্র ক্যাডার এবং চাঁদাবাজরা থাকিয়া যাইবে, এমনটা হইলে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংগঠনসমূহের সহাবস্থানের ধারণাটি বাস্তবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে, ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের আর্মড ক্যাডার, চাঁদাবাজ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না। এ যাবৎ সুনির্দিষ্টভাবে দায়ি ব্যক্তিদের গ্রেফতার না করায় দলীয় নেতা-কর্মীরা এক ধরনের মৌন সম্মতি ও আস্কারা পাইয়া যাইতেছে। দলীয় নেতৃত্ব এবং সরকারের তরফ হইতে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষার মূল দায়িত্ব ছাত্র-সংগঠনসমূহের মূল দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপরও কিছুটা বর্তায় বৈকি! সরকারি তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইলে পুলিশও নির্ভয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইতে পারে। প্রথমেই এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যে, সন্ত্রাসী, মাস্তানি, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি করিয়া কেহ পার পাইবে না। সন্ত্রাসীদের লাল কার্ড দেখানোর ব্যাপারে এখনই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়া উচিত। ইহা ব্যতীত শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা ক্রমেই অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে।

রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের কথা বলা হইতেছে। তবে বলিতে হয় এখন পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি ছাত্র ও শ্রমিক রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধন একান্ত কাম্য। বিশেষ করিয়া ক্যাম্পাসে বর্তমানের ছাত্র রাজনীতি বহুলাংশে বিষফোঁড়া হিসাবে বিরাজ করিতেছে। অতি তুচ্ছ কারণে মারামারি, দলাদলি, হল দখল, পার্শ্ববর্তী বাজার ও ব্যবসা কেন্দ্রে আধিপত্য বিস্তার, নির্লজ্জ চাঁদাবাজি, মানহানি, রাহাজানি ইত্যাদি অপকর্ম নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণে শিক্ষাঙ্গনের প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ হিসাবে ভয়াবহ সেশনজট দেখা দিয়াছে। ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পথ ধরিয়া এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি হইতে উত্তরণের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাস, হরতাল, অবরোধ ও সেশনজট হইতে মুক্ত করিয়া শিক্ষা, ক্রীড়া শিল্প সংস্কৃতি চর্চা এবং উন্মুক্ত গবেষণার উপযুক্ত কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আগে শিক্ষাঙ্গন ঠিক না হইলে দেশ ঠিক হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

অতীতে দেখা গিয়াছে জাতীয় পর্যায়ের ক্ষমতালগ্ন রাজনীতির সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির কাঠামোগত লেজুড় বৃত্তি ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক সাংঘর্ষিক রাজনীতির অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিফলনের কারণেই শিক্ষার পরিবেশ বিপন্ন হয়। একই কারণে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পরস্পর বৈরী আন্তঃসম্পর্কেরও অবসান হয় না। এক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির ইতিবাচক ভবিষ্যৎ নির্মাণে সকলের ঐকমত্য প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। শিক্ষাঙ্গনের সকল আন্দোলন-কর্মসূচি শিক্ষাভিত্তিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনবরত জ্ঞান চর্চা, সহনশীলতা, সৃজনশীলতা ও মননশীলতার বিকাশ ত্বরান্বিত হইলে দুর্বৃত্ত হইবার সুযোগ খুব কমই থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিরপেক্ষ এবং অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ দক্ষ শিক্ষকদেরই নিয়োগ দেওয়া উচিত। বিশেষ করিয়া ভিসি দল নিরপেক্ষ ভাবমূর্তিসম্পন্ন না হইলে ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় রাজনীতির সঙ্কট সামাল দেওয়া কঠিন হইবে। ছাত্র-রাজনীতিকে কেন্দ্র করিয়া সরকারের জন্য সৃষ্টি হইবে নানা সমস্যা। অন্যদিকে ১৯৯০-২০০৮ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিমাইয়া পড়া ছাত্র সংসদগুলিও কার্যকর করা দরকার। সহাবস্থান ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানা দাবি-দাওয়া মিটাইতেই এক্ষণে ইহার প্রয়োজনীয়তা নতুন করিয়া অনুভূত হইতেছে। এজন্য সকল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতেই অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষার নির্মল পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে অছাত্র ও তথাকথিত ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের শিক্ষাঙ্গন হইতে বিতাড়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণও এ সময়ের একান্ত দাবি।